এক নজরে বর্তমান সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাফল্য

- ❖ শিশুমৃত্যুহার হ্রাসের জন্য বাংলাদেশ প্রথম এমডিজি এওয়ার্ড-২০১০ পেয়েছে।
- ❖ মাতৃমৃত্যুহার হ্রাসের জন্য বাংলাদেশ সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড পেয়েছে।
- ❖ মাতৃমৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০০১ সালের ৩.২০ থেকে ১.৭০ এ নেমে এসেছে।
- ❖ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭৪ এর ২.৬১% থেকে ১.৩৭% এ নেমে এসেছে।
- ❖ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫ এর ৭.৭% থেকে ৬২.৪% এ উন্নীত হয়েছে।
- ❖ এমডিজি-১৫,এইচপিএনএসডিপি-১৬ এবং ভিশন-২০২১ অর্জনে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক গৃহীত যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:
- ❖ পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রম আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ১০,৯৬৩ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১৬ জন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার (বিসিএস), ৫৩৫ জন ডাক্তার এবং অন্যান্য পদসহ ৫২৭৫ জন জনবল নিয়োগ প্রকৃয়াধীন রয়েছে।
- ❖ বর্তমানে ২১,০৮৩ জন এফডব্লিউএ, ৩,৭৫২ জন এফপিআই, ৫,০৩৪ জন এফডব্লিউভি এবং ২,৩২২ জন এসএসিএমও বিভিন্ন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, কমিউনিটি ক্লিনিক এবং মাঠপর্যায়ে বাড়ী বাড়ী পরিবার পরিকল্পনা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদান করছেন।

  ঢাকার আজিমপুর MCHTI, ৯৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC), ৪২৭ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এমসিএইচ ইউনিট, ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩,৯২৪টি H&FWC এবং ১৩,৮০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে মা, শিশু এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন।
- ❖ মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সারা দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে পতিমাসে ৮ টি

করে প্রায় ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হচ্ছে।

- ঢাকার আজিমপুর MCHTI, ৯৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC), ৪২৭ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এমসিএইচ ইউনিট, ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩,৯২৪টি H&FWC এবং ১৩,৮০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে মা, শিশু এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন।

- মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সারা দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে পতিমাসে ৮ টি করে প্রায় ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হচ্ছে।

- মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য ৯,৯২৭জন মাঠকর্মীকে CSBA(Community Skilled Birth attendent) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত FWV দের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৬৯৬ জনকে ৬ মাস ব্যাপী মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

- ৩৩৫৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা স্বাভাবিক প্রসব সেবা চালু করা হয়েছে।

- ৫৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) থেকে জরুরী পসুতি সেবা (EOC) প্রদান করা হচ্ছে।

- বাড়ীতে প্রসবের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণজনিত মাতৃমৃত্যু (মোট মাতৃমৃত্যুর ৩১% ভাগ) রোধে ট্যাবলেট মিসোপ্রষ্টল চালু করা হয়েছে।

- শিশুকে দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য জন্মবিরতিকরন পিল ‘আপন’ চালু করা হয়েছে।

- নিরাপদ প্রসব সেবার লক্ষ্যে উন্নত ডেলিভারী কিট চালু করা হয়েছে।